R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-৯৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

সকলকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট *

ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
২০শে মার্চ্চ, ১৯৭৪ সাল।

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

সেই চা ব্যবসায়ী সহ ৩ জন মিসায় আটক

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ই মার্চ্চ—শহরের বিশিষ্ট চা ব্যবসায়ী, চা ভাণ্ডারের সত্বাধিকারী জয়রাম দাস ওরফে সেনাপতি, সহোদর তমালকান্তি দাস ও চরণকুমার দাস এবং কর্মচারী অচিন্ত্য রায়কে জেলা শাসকের নির্দ্দেশবলে আজ মিসায় আটক করা হয়েছে। ইতিপূর্বে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী চোরাই চা আদান প্রদান এবং ভেজাল চা বিক্রীর অভিযোগে আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং সেই সংবাদ জঙ্গিপুর সংবাদে ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়েছিল।

পুলিশীসূত্রের খবরে প্রকাশ, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তারের পর ৯ই ফেব্রুয়ারী আসামীদের জামিন মঞ্জুর করা হ'লেও এই থানার অফিসাররা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক এই ব্যবসায়ীদের বাইরে রাখা উচিত নয় বলে মিসায় আটকের প্রস্তাব লিখিতভাবে উপরমহলে পাঠিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের ঐ প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে জেলা শাসক আসামীদের মিসায় আটকের নির্দ্দেশ এই থানায় পাঠালে পুলিশ আজ তাদের মিসা আইনে গ্রেপ্তার করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী আসামীদের গুদাম তল্লাশী চালিয়ে পুলিশ হাসিমারা ইণ্ডাষ্ট্রীজের খোয়া যাওয়া, বীচ টী ষ্টেটের ছাপ মারা, সাড়ে ন' পেটী চা', ২১টি খালি চা-এর পেটী এবং ২৭৪৩ কেজি ওজনের ৩১ বস্তা চা জাতীয় বিষাক্ত ভেজালদ্রব্য উদ্ধার ও আটক করলে শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বিষাক্ত ভেজাল দ্রব্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য টেষ্টিং হাউসে পাঠানো হয়েছে, এখনও রিপোর্ট এসে পৌছায়নি।

ঐ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে যে, এই থানার প্রায় ৫০ জন সমাজ-বিরোধীকে বাইরে রাখা বিপজ্জনক বলে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই তাদের মিসায় আটক করা সম্ভব হবে।

অধ্যক্ষের পদত্যাগ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

জঙ্গিপুর, ১৬ই মার্চ্চ—স্থানীয় জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর গত ১৪ই মার্চ্চ কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীনায়েকের নিকট তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের বিবরণে প্রকাশ, তাঁর পদত্যাগের পেছনে কি কারণ তিনি নাকি সে সম্পর্কে কিছুই ব্যক্ত করেননি। পদত্যাগপত্রে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণেই তিনি পদত্যাগ করছেন বলে উল্লেখ করেছেন। সব থেকে বিস্ময়ের

—৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন

২২শে মার্চ্চ ফরাক্কা বন্‌ধ

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৭ই মার্চ্চ—বর্ত্তমানে বাঁধ প্রকল্পের বিভিন্ন দফতরে বিভিন্ন স্তরের ২৬৮০ জন কর্ম্মী নিযুক্ত রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৯৬০ জন হলেন ওয়ার্ক-চার্জড কর্ম্মী। প্রকল্পের কাজের সমাপ্তিতে এঁদের চাকুরীর নিরাপত্তাই হলো বড় সমস্যা। পূর্ব্বে সংখ্যায় আরো বেশী ছিল বিভিন্ন স্তরের কর্ম্মী। গত সংযুক্ত বাম ফ্রন্টের আমল সমন্বয় কমিটির চাপে এবং দৌলতে অনেকেরই বিকল্প চাকুরী লাভ ঘটে। তারপর থেকে যা ঘটেছে তাকে উল্লেখযোগ্য, বোধ হয়, বলা যায় না। গত ১৯৬৭ সাল থেকেই দাবী জানান হয়ে আসছে কেন্দ্রীয় সেচ দফতরের কাছে পার্মানেণ্ট সেট আপে বা প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের কাজে কতজন কোন স্তরের কর্ম্মী থাকবেন তার তালিকা প্রকাশের দাবী নিয়ে। দাবীর বিষয়টি ন' বছর ধরে মন্ত্রকের টালবাহানায় ন যযৌঃ ন তস্থৌঃ অবস্থায় আজো পড়ে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে যখনই কোন আন্দোলন দানা বেঁধেছে, তখনই কোন না কোন একটি স্তোক-বাক্য দিয়ে ছেলে ভোলানর চেষ্টা হয়েছে। মায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মন্ত্রী থেকে সচিব, বিভিন্ন সদস্য জোরাল গলায় বলে গিয়েছেন যে, বিকল্প চাকুরীর নিরাপত্তা না দেয়া হলে কাউকেই ছাঁটাই করা হবে না। কিন্তু রাজনীতির ধাঁচে যাঁদের দিবারাত্র চলাফেরা তাঁদের আপ্ত বাক্যে নির্ভর করে বসে থাকা বোধ হয় সমীচীন নয় মনে করে বাঁধ প্রকল্পের সমস্ত ইউনিয়নের কর্ম্মী সমন্বয় এক বৃহত্তর আন্দোলনে নামছেন। তার পূর্ব্বে ১৯শে এবং ২০শে মার্চ্চ অবস্থান, ২১শে টুল-ডাউন এবং ২২শে মার্চ্চ ফরাক্কা বন্‌ধ পালনের ডাক দিয়েছেন। এতে ফলোদয় না হলে আন্দোলন আরো গভীরে যাবে যা এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

ফীডার ক্যানেলের কাজে শেষ তুলির টানের সময় যতই নিকটবর্ত্তী হচ্ছে, কর্ম্মীদের মনে ততই আতঙ্কের ছায়া নেমে আসছে। বিষাদের ছায়া নেমেছে বহুদিন পূর্ব্বেই। আগামী জুনের শেষ নাগাদ ক্যানালের যাবতীয় বাধা ও সমস্যা দূরীকরণের প্রভূত চেষ্টা চলেছে। বাড়তি মাষ্টার রোলে কর্ম্মী নিয়োগ করে ক্যানাল খননের বাধা অপসারণের চেষ্ট চলেছে। এর জন্য ঘন ঘন আসছেন দেহেলী থেকে সেচ দফতরের অতিরিক্ত সচিব শ্রীপ্যাটেল এক রকম ব্লাঙ্ক চেকে সইয়ের ক্ষমতা নিয়ে। সাথে কনট্রোল বোর্ডের শ্রীটমাস।

দেবেশ মুখার্জীর আরজি ছিল ২২২০ জন কর্ম্মী পার্মানেণ্ট সেট আপে রাখার। সেচ দফতর করেন ১২৭৩। পুনর্বিবেচনার জন্য নিযুক্ত মিত্র কমিটির ফলাফল এখনো অজানা। হয়ত কিছু বেড়ে ১৭শো বা তার কিছু বেশী কর্ম্মীর থাকবার সম্ভাবনা, অবশ্য স্কুল, হাসপাতাল এবং ব্যাক ওয়াটার ডিভিশনকে ধরে।

কর্ম্মীদের আশঙ্কা, এত টালবাহানা, তুষ্ণীভাব বা মৌনব্রত কিসের নির্দ্দেশবাহী? তবে কি ছাঁটাই হবেই? কোন উপায়ই হবে না বাড়তি ওয়ার্ক চার্জড কর্ম্মীদের? সাংবাদিকের আশা আশঙ্কা যেন অমূলক হয়।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেণ্ট
ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

.....'আলোয় ভুবন ভরা'

বর্তমানে অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা ইত্যাদি সমস্যা 'টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি'র সমাধানাক্ষম সরকারের পাশে এই দুর্দিনে দাঁড়াইয়াছেন জনগণ। জনগণ জানেন সরকারীতন্ত্র—'অফ্ দি পিপ্‌ল্, বাই দি পিপ্‌ল্, ফর্ দি পিপ্‌ল্'। 'আমার যন্ত্র আমাকে মানছে না' কবিগুরু রচিত 'রক্তকরবী'র রাজা বলিলেও আজিকার জনগণ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সরকারীযন্ত্র বিগড়াইলে কোনও আফশোষ করেন না। তাঁহারা লজ্জার চপেটাঘাত গণ্ডদেশ পাতিয়া লইতেছেন। কারণ তাঁহারা জানেন, সরকারী কর্মকর্তারা 'সন্তান মোর মার,' যদিও শেষোক্তেরা 'ডুবিছে মানুষ' ভাবিতে শিখিলেও সংশ্লিষ্ট কবিতাংশের শেষটুকু মনে প্রাণে ভাবেন না।

ধানচাল সংগ্রহের বহু নিনাদিত জয়ঢক্কা ধান উঠিবার পূর্বেই যে মুহুর্মুহুঃ উচ্চরবে নিনাদিত হইয়া আসিতেছিল, মার্চের মাঝামাঝিতে সংগ্রহমাত্রা পাঁচ লক্ষ টনের পরিবর্তে দেড় লক্ষ টন মত হওয়ায় মহোৎসবের 'ডিম ডিম' দুন্দুভিরব শ্রুত হইতেছে না। স্থানীয় বাজারে চাউল কেজি প্রতি ২·৭৫ ঠেকিয়াছে। আবার শুনা যাইতেছে, উদ্বৃত্ত জেলা ও ঘাটতি জেলার মধ্যে চৈতালি গাঁটছড়া-বন্ধন হইবে, করডনিং-ঘোমটা উভয়ের মধ্য হইতে অপসারিত হইবে; এতদিন পরে শুভদৃষ্টির সুযোগ মিলিবে। কিন্তু উদ্বৃত্ত জেলা ঘাটতি জেলাকে শুধু শুষ্ক সহানুভূতি ছাড়া আর কিছু জানাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা, সীমান্ত পার হইয়া তত্রত্য খাদ্যশস্য অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। মূলচ্ছেদন হওয়ার পর এখন অগ্রভাগে বারিধারা-সিঞ্চন।

কণ্ঠাগত প্রাণ ও লজ্জাহত ইজ্জৎ—এই দুইয়েরই শুভসময় আসিয়াছে বর্তমান বিদ্যুৎ ও কেরোসিন সঙ্কটে। মার্তণ্ডদেবই যাহা কিছু গোলমাল করিতেছেন। রাত্রিতে কি শহরে কি গ্রামে অন্ধকারের রূপ প্রত্যক্ষ করিতে আর শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' প্রয়োজন নাই। বিদ্যুৎ সঙ্কট ক্ষুদ্রবৃহৎ সব শিল্পের দ্বাদশঘটিকা বাজাইয়াছে; ছোটখাট হাসকিং তেলকল-আটাকল-তাঁত এর রুজিনির্ভর মানুষ গালে হাত দিয়াছেন। ডিজেল অভাবে সেচতৃষাতুর গম-বোরো শুধু 'খোড়ো' দর্শন। কেরোসিনের ট্যাংকার এজেণ্টের ঘরে আসিলেও প্রাপ্তব্য নয়। সরিষার তেলের টিনে উহা বন্দী হইয়া গোযানে চলিয়া যাইতেছে যেখানে এক টিনের দাম ৪৮ টাকা পাওয়া যায়। তবু দেশের বাইরে এই দেশ 'আলোয় ভুবন ভরা,' অভ্যন্তরেই অন্ধকার।

অমানবিক

পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তার-ইনজিনিয়ারদের যে ধর্মঘট আজ প্রায় মাসব্যাপী হইতে চলিয়াছে, তাহা মিটিবার কোন লক্ষণ ত দেখাই যাইতেছে না, বরং দিন দিন পরিস্থিতি খারাপের দিকেই যাইতেছে। আমাদের প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত ধর্মঘটের অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বিধান সভায় তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছে। আর একদিকের চিত্র : হাসপাতালগুলি স্তব্ধ; আউট-ডোরে ঔষধ বলিয়া অভিহিত রঙিন তরল পদার্থদান বন্ধ; মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার উপায় নাই; জটিল রোগ রোগীকে পাইয়া বসিয়াছে; অপারেশন অভাবে রোগীর মৃত্যুযন্ত্রণা উঠিয়াছে। কত হতভাগ্যকে এই ধর্মঘটে অচিকিৎসায় প্রাণ দিতে হইয়াছে—তাহার পরিসংখ্যান সরকারী দপ্তরে এবং ধর্মঘটি ডাক্তারদের মনের ডায়েরীতে পাওয়া যাইবে না; রহিবে শুধু মহাকালের পাতায়।

সেবামূলক চিকিৎসকের বৃত্তি যাহার মধ্যে আছে এক পবিত্র আদর্শ। মানুষের জীবনরক্ষার জন্য যে বৃত্তি, তাহা অবলম্বন করিলে একটা বিশেষ দায়িত্ব-বোধ আসিয়া পড়ে। এই দায়িত্বের অন্যথাচরণ এক অপরাধ। অপরাপর কোন দেশের চিকিৎসককুল ধর্মঘট করিয়া বিপন্নপ্রাণ মানুষের দুর্দশার কারণ হইয়াছেন এমন নজীর পাওয়া যায় না। পশ্চিম-বঙ্গের সরকারী ডাক্তারদের দাবীপূরণে অবলম্বিত এই পথকে তাঁহাদের অন্য দেশীয় সমধর্মী সমর্থন ও অভিনন্দন জানাইতে পারেন নাই।

প্রায় একমাস ধরিয়া রোগক্লিষ্ট মানুষ চিকিৎসার জন্য ছটফট করিয়া মরিতেছে, অন্যধারে নিশ্চল পাষাণমূর্তি চিকিৎসকদের নির্লিপ্তভাব এবং পবিত্র কর্তব্যবোধ বিস্মৃত হইয়া থাকা সত্যই দুর্ভাগ্যজনক এবং যে কোনও সভ্য দেশের পক্ষে কলঙ্কজনক। ডাক্তারদের ধর্মঘট যতটা না জীবনধারণ সমস্যার, তদপেক্ষা জিদের লড়াই। তাঁহাদের দাবীপূরণে ব্যাপক মারণ ও মরণযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া তাঁহারা অন্যভাবে আন্দোলন করিতে পারিতেন। জনগণের মরণদশা ঘটাইয়া তাঁহারা জনসমর্থন পাইতে পারেন কী প্রকারে? নাকি তাঁহারা ইহার প্রয়োজন মনে করেন না? আজ ডাক্তারদের এই দীর্ঘদিনের ধর্মঘট স্বদেশী শাসনকালে নিঃসন্দেহে একটি কলঙ্কময় অধ্যায়।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

তফসিল সম্প্রদায় প্রসঙ্গে

মহাশয়,

গত ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৮০ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদ-এ প্রকাশিত 'ক্ষেত খায় গাধা—মার খায় তাঁতি' শীর্ষক সংবাদে 'বঞ্চিত হচ্ছে আসল অকৃত্রিম তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়' কথাটি অনস্বীকার্য। কিন্তু তফসিল সম্প্রদায় ছাড়াও যে বৃহত্তর বেকার সম্প্রদায় আছেন অর্থাৎ অন্য জাতির বেকার ছেলে-মেয়েরা কি কোনদিনই চাকরি পাবেন না? তাঁরা তফসিল সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেননি, এই কি তাঁদের অপরাধ? অথচ এই তফসিল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অনেক অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েদের চাকরি হচ্ছে, যাঁদের চাকরির প্রয়োজন নাই বলে মনে করি। তাঁরা সরকারের ঘোষিত নীতির আওতায় পড়ছেন ঠিকই, কিন্তু কেন এই সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা? আমার বক্তব্য: মিথ্যা আখ্যায় নামাঙ্কিত হয়ে যাঁরা চাকরির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন, সরকার তাঁদের আসল পরিচয়ে চাকরি দেবার কতটুকু চেষ্টা করছেন? তফসিল সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমান অধিকার সর্বস্তরে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। কারণ এঁরাও সর্বস্তরে কাজ করার যথেষ্ট যোগ্যতা রাখেন। এ ব্যাপারে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বরুণকুমার ধর, জঙ্গিপুর

বুদ্ধদেব বসুর মহাপ্রয়াণে শোকসভা

জঙ্গিপুর, ১৯শে মার্চ—গত ১৮ই মার্চ সকাল সাড়ে এগারোটায় তিরিশের দশকের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসুর আকস্মিক প্রয়াণে জঙ্গিপুর কলেজে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অশিক্ষক কর্মচারীগণের একটি সমবেত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। এই সভায় লোকান্তরিত কবি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সৌরীন দাস এবং শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়। সভায় দু-মিনিট নীরবতা পালনের পর একটি শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

জঙ্গিপুরে ছাত্র-ধর্মঘট

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই মার্চ—ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে '৭৪-এর স্কুল সিলেবাস বাতিল, ৬৯-এর দরে শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ, কেরোসিন সরবরাহ প্রভৃতির দাবীতে জেলার সকল জায়গার সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরের ছাত্র-সাধারণও গত ১৬ই মার্চ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট পালন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ছাত্রপরিষদ এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করে। ছাত্র ফেডারেশনের এক মুখপাত্র বলেন, ছাত্র-সাধারণ ধর্মঘট পালনের মধ্য দিয়ে ছাত্রপরিষদ-এর ঘৃণ্য রাজনীতির জবাব দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন যে, এখান থেকে একটি ছাত্র মিছিল ১৭ই মার্চ কোলকাতা রওনা হয়েছে রাজভবন অভিযানের কেন্দ্রীয় সরিক হবার উদ্দেশ্যে।

পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেওয়া হ'ল কেন ?

আহিরণ, ১৮ই মার্চ্চ—পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেওয়া হ'ল কেন—এই প্রশ্ন করেছেন এই গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা। যখন আহিরণ ও তার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প ছিল তখন মাঠে গোয়ালদের সে রকম কোন অত্যাচার ছিল না। কিন্তু হালে ক্যাম্প না থাকায় মাঠের ফসল ব্যাপকভাবে তছরূপের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে অজগরপাড়া ও এখানে দু'জন সেপাই টহল দিলেও গ্রামে নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না বলে প্রকাশ। ইদানীং গ্রামবাসী এবং গোয়ালদের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ বাধতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে যাতে বড় রকমের কোন সংঘর্ষ না বাধে তার জন্য পুলিশ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা দরকার বলে গ্রামবাসীরা মনে করছেন।

রক্ষীবাহিনী গঠনে এস, পি-র তৎপরতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সাগরদীঘি—গ্রামে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা এবং চুরি-ডাকাতি বন্ধের উদ্দেশ্যে, পুলিশের অভাব মেটাতে, পুলিশ সুপার শ্রীকে, কে, গুহ গ্রামরক্ষী-বাহিনী গঠনে তৎপর হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেল। শ্রীগুহ নিজে এই থানার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে রক্ষীবাহিনী গঠনে তদারকি করছেন এবং গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করছেন। গ্রামরক্ষী-বাহিনীকে সরকারী সাহায্যে টর্চ্চ লাইট, বল্লম, বর্ষাতি ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে এবং পুলিশ সব সময় তাদের সাহায্য করবে। এখন থেকে নিরাপত্তার জন্য কোন গ্রামবাসীর বন্দুকের প্রয়োজন হলে আবেদনপত্রে গ্রামরক্ষীবাহিনীর অধিনায়কের স্বাক্ষর করাতে হবে।

মোটর সাইকেল চাপা পড়ে মৃত্যু

মির্জাপুর, ১৬ই মার্চ্চ—সাগরদীঘি—রঘুনাথগঞ্জ সড়কের আলের উপর গ্রামে গত ১৩ই মার্চ্চ স্থানীয় নির্মল মুনিয়ার মোটর সাইকেলে চাপা পড়ে ঐ গ্রামের খোকারাম মণ্ডল (৭৫) গুরুতরভাবে আহত হন। আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তির পর তিনি মারা যান। দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ শ্রীমুনিয়াকে গ্রেপ্তারের জন্য তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে। শ্রীমুনিয়া পরে জঙ্গিপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করলে জামিনে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

শিক্ষক প্রহৃত, পুলিশ নিষ্ক্রিয়

সাগরদীঘি, ১২ই মার্চ্চ—বিলম্বে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীশশাঙ্কশেখর নন্দী কাঠেরপাড়া গ্রামে তাঁর নিজ বাসভবনে সস্ত্রীক প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী। শ্রীনন্দী অভিযোগ করেছেন যে, বাড়ীর সীমানা নিয়ে গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে ঐ গ্রামের কার্ত্তিক নন্দী এবং জয়দেব নন্দী (পিতাপুত্র) ঐ দিন লাঠি এবং ছোড়া নিয়ে তাঁর বাড়ীতে চড়াও হয়ে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী তমাললতা নন্দীকে এবং তাঁকে প্রহার ও লাঞ্ছিত করে। শ্রীনন্দী আরও অভিযোগ করেছেন যে, সমস্ত ঘটনা জানানো সত্বেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তিনি আদালতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

গুঁড়ো হলুদে ভেজাল মেশানোর দায়ে একজন গ্রেপ্তার, ভেজাল হলুদ আটক

জঙ্গিপুর, ১৬ই মার্চ্চ—হলুদে চুণ, সীসে, ধানের তুষ, কাঠের গুঁড়ো (যা খেলে নাকি মুখে ঘা হয়) মিশিয়ে হলারে পেশাই করার সময় রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ বড়শিমূলের প্রভাবশালী ব্যক্তি আমজাদ হোসেন বিশ্বাসকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে গত পোরশু। প্রচুর ভেজালদ্রব্য সমেত সাড়ে সতের বস্তা হলুদ আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর শ্রীবিশ্বাসকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে প্রকাশ্যে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হয়। গতকাল তাঁকে আদালত থেকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আটক হলুদের নমুনা টেষ্টিং হাউসে পাঠানো হবে।

পথ কেটে জমি

জঙ্গিপুর, ১৭ই মার্চ্চ—নূতনগঞ্জ থেকে সন্তোষপুর হয়ে মনিগ্রাম যাওয়ার পথটি সন্তোষপুর গ্রামের পাশে বেশ চওড়া ছিল। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ভূমি সংস্কার সংস্থার জনৈক কর্মচারীর একক প্রচেষ্টায় রাস্তার একদিক কেটে সংকীর্ণ করা হয়েছে এবং প্রায় ৮ বিঘা আবাদযোগ্য জমি তৈরী করা হয়েছে। গ্রাম্য লোককে 'খাস জমি' বলে, স্বনামে ও বেনামে অনেক খাস জমির ইজারা গ্রহণকারী, কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি সেই জমিগুলি আবাদ করছেন। রাস্তাটি সংকীর্ণ হওয়ায় গ্রামবাসীদের স্বাভাবিক চলাফেরা ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা সাহিত্য সম্মেলন

বহরমপুর, ১৮ই মার্চ্চ—ভ্রাতৃসঙ্ঘ কৃষ্টিশাখা পরিচালিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা 'বর্তিকা'-র উদ্যোগে আগামী ১৮ই ও ১৯শে মে, ১৯৭৪ অন্যান্য বৎসরের মত মুর্শিদাবাদ জেলা সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আসন্ন সম্মেলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে গঠিত প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে জেলাবাসীর নিকট আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এই সম্মেলনে আবৃত্তি, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় খামের উপর "প্রতিযোগিতার জন্য" কথাটি লিখে সাধারণ সম্পাদক, ভ্রাতৃসঙ্ঘ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ ঠিকানায় ডাকযোগে নাম ও লেখা পাঠানোর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মোমবাতির জয় জয়কার

(বিশেষ প্রতিবেদক)

আরব দেশসমূহের চণ্ডনীতি, ভারত সরকারের তৈলনীতি, সর্বোপরি তেল বিক্রেতাদের দুর্নীতি—এই তিনের সংমিশ্রণে দিশেহারা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আজ নাগালের বাইরে। তার ওপর বিদ্যুৎ-বিভ্রাট কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত হেনেছে চরম আঘাত। আর সেই কারণেই আজ কেরোসিনের বিকল্প মোমবাতির চাহিদা হু হু করে বেড়েই চলেছে।

সরকার একবার আমদানী মূল্য বৃদ্ধি ঘটায় কেরোসিনের খুচরো বিক্রয় মূল্য প্রতি লিটারে ২৮ পয়সা বাড়িয়ে ১০ পয়সা কমিয়ে দিলেন। সুতরাং তখন বাড়লো প্রতি লিটারে ১৮ পয়সা। একজন তরুণ নেতা প্রকাশ্য জনসভায় সরকারীভাবে কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, কেরোসিনের বর্দ্ধিত মূল্য জনসাধারণ দেবেন না—দেবেন সরকার ভরতুকি হিসেবে। তাঁর ঐ উক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে না করতেই যুদ্ধপাগল আরব দেশ আবার দাম বাড়ালেন অপরিশোধিত তেলের। আর এক দফা আমদানী মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় ভারত সরকার রাজ্যগুলির বরাদ্দ ছাঁটাই করে দাম বাড়িয়ে দিলেন আরও ১৫ পয়সা প্রতি লিটারে। পেট্রোল, ডিজেল, মোবিলের কথা বলাই বাহুল্য। তেলের অভাবে আজ বাসের চাকা আটকে গেছে, পুকুর পারে পড়ে আছে চাষীর সেচের শেষ অবলম্বন পাম্পসেট অকেজো অবস্থায়। আর বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে কাজ করছে না গভীর নলকূপ।

এবার সরকার কেরোসিনের দাম লিটারে ১৫ পয়সা বাড়ানোর পরও ব্যবসায়ীরা পরিবহন খরচ বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে বাড়ালেন আরও ২ পয়সা। সুতরাং এখন প্রতি লিটার কেরোসিনের দাম ৭১ পয়সা থেকে ২৮—১০+১৫+২ হারে বেড়ে ১·০৬ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। তাও সরবরাহের অভাবে খোলা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। মজুতদারদের ব্যারেল ফুটো হয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে খুচরো দোকানদারদের টিনে এসে জমেছে টিপে বিক্রী হবার আশায় যে কেরোসিন তার দাম শুনে ছাত্র, গৃহিণী, ব্যবসায়ী, সাধারণ ক্রেতা সকলেরই নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে।

২·৫০ থেকে ৪·০০ টাকা লিটার কেরোসিন কেনার সামর্থ্য না থাকায় রান্না ঘরে, পড়ার ঘরে, ছাত্রাবাসে, দোকানে, কুঁড়ে ঘরে জ্বলতে দেখা যাচ্ছে মোমবাতি। সরকার মোমবাতিতে বাজেটের পরশ লাগাননি, সেজন্য দামও বাড়েনি। হালফিল মোম-বাতির জয় জয়কার দেখে কবির অনুকরণে বলতে ইচ্ছে করছে—'মোমবাতি-শিখা বলে কেরোসিন কুপিকে/দাদা বলে ডাকো যদি দেবো সলতে কেটে'। এই চুয়াত্তর পঁচাত্তরের বছরকে 'মোমবাতি-বিপ্লব' আখ্যায় বিভূষিত করে, মোমবাতিকে ভরসা করে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। অতএব প্রস্তুত থাকুন!

বিক্ষোভ ও অশান্তি

গুজরাটে ব্যাপক হাঙ্গামা চলল দিন কয়েক ধরে। কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ, ইটপাটকেল, গুলিবর্ষণে লড়াই চলেছিল। বিক্ষুব্ধ জনগণ আরও সোচ্চার হন। মোরারজি দেশাই অনশন শুরু করলেন। গুজরাট বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। গুজরাট অতঃপর শান্ত। সরকারী হিসেবে আন্দোলনে মৃতের সংখ্যা আশি।

* * *

সংঘর্ষ, হাঙ্গামা উত্তর প্রদেশেও। নানা স্থানে অগ্নিসংযোগ, ছুরিকাঘাত, ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও গুলি চলে। লখনউতে জনতা-পুলিশে কোলাকুলি। এখানে আহত ৩০, নিহত ৫ জন—১৫ মার্চ্চের খবর।

* * *

বিহারে ছাত্রবিক্ষোভ: শিক্ষামন্ত্রী লাঞ্ছিত। সংগ্রামের অস্ত্র পূর্বোক্ত প্রকারের। আহত ও নিহত রয়েছেন। বিক্ষোভ ও আন্দোলন শিক্ষা-সংক্রান্ত ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিতে।

ডঃ দুর্গারঞ্জন স্মৃতি ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

তরুণ ও নবীন লেখকদের কাছ হ'তে অনধিক ৩০০ শব্দের মধ্যে রাজনীতিবর্জ্জিত মৌলিক রচনা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা অবশ্যই নিম্ন ঠিকানায় ৩০শে মার্চ্চের '৭৪ মধ্যে পৌছান চাই। প্রতিযোগিতার তারিখ ৭ই এপ্রিল।

সম্পাদক, বোখারা যুব সংঘ
বোখারা, মুর্শিদাবাদ

বৈশ্বানরের তাণ্ডব লীলায় তিনজনের মৃত্যু

ফরাক্কা-ব্যারেজ—মারচ মাসের প্রথম এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে এখানকার খয়রাকান্দী এবং আঙ্কুয়া গ্রামে বৈশ্বানরের কোপানলে তিনজন প্রাণ হারিয়েছে। দগ্ধ হ'য়ে চিকিৎসিত হচ্ছে দুজন। খয়রাকান্দীর আগুনে অভিযোগ করা হয়েছে যে, পাশ দিয়ে চলন্ত রেল ইনজিনের উৎক্ষিপ্ত জলন্ত আগুনের ফুনকি থেকেই সেখানে আগুন লেগেছে। উভয় ক্ষেত্রেই জলন্ত চালা চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটেছে। বসন্তের শুরুতেই এবার বৈশ্বানরের লীলা যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। জলাভাব, হাহাকার সব ঘটনাস্থলেই।

বহু ভক্তপ্রাণ সহৃদয় ব্যক্তি ৺শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর দেব ঠাকুরের মঠ ও মন্দির সংস্কারের আবেদনে সাড়া দিয়া ডাকযোগে অথবা আমাদের প্রতিনিধিদের নিকট অর্থসাহায্য দিতেছেন। এই পাবলিক দেব ষ্টেটের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

৺শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের কাজে আপনারা সামিল হউন।

বিনীত—
শ্রীউমাপতি মণ্ডল, সম্পাদক,
৺শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর পাবলিক দেবষ্টেট ম্যানেজিং কমিটি
পোঃ হিলোড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ

ভিন্ন চোখে ॥

এ বড়ো দুঃসময়, এ বড়ো বিষণ্ণতা

কতোদিন জার্নাল লিখিনি। লিখতে ভাল্লাগে না আর। বড্ডো এক ঘেয়ে, বড়ো বোর। ঠিক এই মধ্য মার্চ্চের দুপুরের মতন। কারণ এখন ভিন্ন চোখে তাকাবার অবকাশ নেই। এ বড়ো দুঃসময়। এ বড়ো বিষণ্ণতার প্রহর। আসলে এই '৭৪-এর সালটাই। কে যেন সেদিন বলছিলো, বড্ডো অলক্ষুণে। বড়ো বেশী উটকপালী। জানি না। তবে এটুকু জানি, বড়ো বেশী হারানোর সময়, বড়ো বেশী রক্তাক্ত হওয়ার ক্ষণ। এখন অনেক তারা খসে যায়, অনেক ফুল ঝরে যায়, অনেক দীপ নিভে যায়। এক একটি নাম, এক একটি পুষ্পিত গোলাপ, এক একটি ভরাট যৌবন। বিজ্ঞান, সংগীত, অভিনয়, সাহিত্য, সুর, কাব্য। সত্যেন বোস, আমীর খাঁ, পাহাড়ী সান্যাল, বিজয়লাল, মুজতবা, অনিরুদ্ধ, অবশেষে বুদ্ধদেব। সুতরাং কি লিখবো; কি বলবো? এখন বুকের মাঝে অনেক অকথিত বাণীর গুমোট কান্না। অনেক হৃদয় নিংড়ানো অশ্রুর গোপন অভিসার।

এদের কাউকে দেখেছি, কাউকে দেখিনি। কিন্তু সবার জন্যেই যে কলিজার গভীর গোপনে লুকানো ছিল এতো ভালোবাসা তা আগে জানিনি। কারণ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়:

'আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না
মৃত্যু হয় না—
কেন না অন্যরকম ভালোবাসার হীরের গয়না
শরীরে নিয়ে জন্মেছিলাম।'

সেই ভালোবাসার বিস্মিত চোখে তাকালেই মুজতবার কথা ভাবলে কষ্ট হয়। বিখ্যাত 'হিন্দুস্থান হোসে'র চাচা আর ছোকরা গোলাম মৌলার কথা মনে পড়ে। আড্ডাবাজ মনটা সিঁটিয়ে ওঠে। স্বপ্নের মধ্যে শহর ইয়ার বাহুর কপিয়ে ওঠা শুনতে পাই। রেডিয়োয় তখন অনিরুদ্ধর গীটারে যৌবনের কান্না। যৌবন—পুষ্পিত যৌবন। —'যৌবন আমার অভিশাপ।'

'বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।'

অথচ কি কথা বলবো—কার কথা বলবো? বাসনার বক্ষে বন্দী যৌবনের বন্দনার কবি বুদ্ধদেব এখন খবরের কাগজের ছবি। উন্মুক্ত সূর্যোকরোজ্জ্বল আকাশের নীচে চারজন তরুণ কবির কাঁধে চড়ে মহাযাত্রায় যেতে দেখলাম তাঁকে। এ কি অমৃত কুম্ভের সন্ধানে যাত্রা? কারণ তিনি তো লিখেছিলেন: 'বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার/অমৃতের তরে।' হয়তোবা অমৃত পিয়াসী এ যৌবন ভালোবাসার স্থির প্রত্যয়ে অবিচল। ধ্যানমগ্ন। তাঁর ভাষায়: 'যৌবন যখন ছিলো, যৌবনেরে/করেছি বন্দনা; যৌবন যখন যায়, যায়-যায়, তখনও আবার/যৌবনেরে করেছি বন্দনা;'

আর যৌবনের অন্য নাম কবিতা। এবং কবিতাই প্রেম অথবা প্রেমই কবিতা। আর তাঁর কণ্ঠে সম্মোহনের মুগ্ধ মন্ত্র:

'কবিতারে আরো বেশি ভালোবেসে আরো
ভালোবেসেছি নারীরে
যতক্ষণ আমার হৃদয়ে প্রেম
কবিতা না হয়েছে, আবার
কবিতাই প্রেম।'

কিন্তু প্রেমের আর এক নাম তো যন্ত্রনা। এখন সেই যন্ত্রণা দগ্ধ অভিশাপ মুহূর্ত। এবং বিষণ্ণতা। আর বুদ্ধদেবের ভাষায়: শাপভ্রষ্ট দেব আমি!'

—সত্যানন্দ

সিম্প্যাথেটিক্

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই মার্চ্চ—রাজ্যের সরকারী ডাক্তারদের প্রায় মাসকাছান ধর্মঘটকে জোরদার করতে বেসরকারী ডাক্তারেরা গত ১৫ই মার্চ্চ রোগী দেখা, ওষুধ দেওয়া বন্ধের যে বন্ধ পালন করেছেন, তারই সম্ভাব্য পরিণতি হিসেবে ১৫.৩.৭৪ তারিখ আনন্দবাজার পত্রিকায় 'গৌড়ানন্দ কবি' ভণিত 'গণমৃত্যু উদ্‌যাপনের দুর্লভ সুযোগ' রচনাটি প্রকাশিত হয়। এই রচনাপাঠে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে স্থানীয় জনৈক ভক্ত তাঁর গৃহে কয়েকজন ভক্তসহ ৺শ্রীশ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করেন। উল্লেখিত ভক্তকে প্রশ্ন করে জানা গেল যে, এইদিন অর্থাৎ ১৫ই মার্চ্চ বিনা চিকিৎসায় যাঁরা আত্মাহুতি দিলেন, তাঁদের অমর আত্মার কল্যাণে এবং যাঁরা 'বিধির আশিসে' অমৃতের টিকা পরে টিকে গেলেন, তাঁদের দীর্ঘায়ু কামনায় তিনি ৺শ্রীশ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করেছেন।

বিক্ষোভ মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই মার্চ্চ—রেশনের সুবন্দোবস্ত গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা, প্রশাসনে পক্ষপাতিত্ব ও রঘুনাথগঞ্জ থানার ও, সি-র কার্য্যকলাপ প্রভৃতির প্রতিবাদে ছাত্রপরিষদ ও যুবকংগ্রেসের মহকুমা ভিত্তিক এক বিশাল মিছিল আজ স্থানীয় শহর পরিক্রমা করে। মিছিলের পক্ষ থেকে মহকুমা-শাসক ও তাঁর মাধ্যমে জেলা শাসক এবং এস, ডি, পি-ওর নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সমাবেশে গ্রামবাংলার ভয়াবহ অবস্থায় এম, এল, এ-দের ভাতাবৃদ্ধির চরম সমালোচনা করা হয়। স্থানীয় কংগ্রেসের কিছু প্রভাবশালী নেতার স্বজনপোষণ ও এম, এল, এ-কে কুপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় বলে প্রকাশ।

বিড়িলেবেল প্যাকর্সদের ধর্মঘট

অরঙ্গাবাদ, ১৮ই মার্চ্চ—জঙ্গিপুর মহকুমা লেবেল প্যাকর্স ইউনিয়ন কর্ত্তৃক আহূত ধর্মঘট ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে লেবেল প্যাকর্স কর্মীরা তাঁদের দাবী আদায় করতে সমর্থ হয়েছে বলে দাবী করা হয়। তাঁদের দাবী লাখ প্রতি ১.৫০ পঃ বৃদ্ধি মজুরি মালিকপক্ষের কাছে আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। শ্রীইয়াদআলি মেহেবুবের নেতৃত্বে এই সাফল্য হয়।

পশ্চিমবঙ্গ টীকা দান আইন ১৯৭৩ সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১। শিশুর বয়স ৬ মাস হইলেই তাহাকে প্রাথমিক টীকা (জন্ম টীকা) দান আবশ্যিক।

২। প্রাথমিক টীকা (Primary Vaccination) দানের তিন বৎসর পর পুনরায় টীকা (Re-vaccination) টীকা দান আবশ্যিক।

৩। অরক্ষিত (unprotected) শিশু বা ব্যক্তি বলিতে বুঝায় যাহার প্রাথমিক টীকা (জন্ম টীকা) হয় নাই বা তিন বৎসর কালের মধ্যে পুনর্ব্বার টীকা (Re-vaccination) হয় নাই।

৪। বালক বালিকাকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির সময় তাহার টীকা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন!

৫। ভর্ত্তির সময় বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্যই টীকা দেওয়ার সার্টিফিকেট দাবী করিবেন নতুবা অরক্ষিত বালক বালিকা স্কুলে ভর্ত্তি করিতে কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন বা আইনতঃ দণ্ডনীয় হইতে পারেন।

৬। উচ্চতর বিদ্যালয় বা কলেজ ভর্ত্তির ব্যাপারেও একই নিয়ম।

৭। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্ম্মচারীদের কার্য্যে যোগদানের সময় "টীকা" দেওয়া হইয়াছে (Vaccination Certificate) এই সার্টিফিকেট দাবী করিতে হইবে। কলকারখানার ঠিকাদারী সংস্থা প্রভৃতি সর্বত্রই স্থায়ী অস্থায়ী সকল কর্ম্মচারী সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। পশ্চিমবঙ্গে বহিরাগত কোন ব্যক্তি আসিলে অরক্ষিত বা টীকা সার্টিফিকেট না থাকিলে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের ৭ দিনের মধ্যে অবশ্যই টীকা লইয়া সার্টিফিকেট লইতে হইবে। কোন স্থানে গুটি বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে যে কোন বয়সের ব্যক্তিকে প্রাথমিক টীকা লওয়ার পর তিন বৎসর না হইলেও তখনই পুনর্ব্বার টীকা লইতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন কর্ম্মিগণ টীকা লওয়া আছে কিনা বা বসন্ত রোগী আছে কিনা দেখিবার জন্য ট্রেণ, বাস, স্কুল, বাসগৃহ প্রভৃতি যে কোন স্থানের প্রবেশের অধিকার থাকিবে। কোন রোগ গোপন রাখা আইনতঃ দণ্ডনীয়।

বসন্ত রোগের সংবাদ দিন। টীকা নিন। বাড়ীর সকলকে টীকা দিন। বসন্ত রোগ নির্মূল করিতে সাহায্য করুন।

!! বসন্তের টীকা গ্রহণে আপত্তি, টীকা দেওয়ায় বাধাদান দণ্ডনীয় অপরাধ !!

Memo No. 149 (8) Inf/M/Advt.

সঞ্চয়
রোজগার
ও
বীমা
সব একত্রে

৫ বছরের ক্রমবর্দ্ধমান নির্দ্দিষ্ট মেয়াদী কিংবা পৌনঃপুনিক জমা পরিকল্পনাগুলিতে হিসাব ২৪ মাস ধরে চালু থাকলে মাসিক ৫ টাকা কিংবা ১০৲ টাকার জমায় সঞ্চয়কারীর জীবনের ঝুঁকি নেওয়া হয়। ৫ বছর পরে প্রাপ্য সমস্ত টাকাটা মনোনীত ব্যক্তি/উত্তরাধিকারী পান।

এ ছাড়া অন্যান্য চালু পরিকল্পনা হল :

★ ১, ৩ কিংবা ৫ বছর মেয়াদী পোষ্ট অফিস টাইম ডিপজিট : সুদের হার ৬% থেকে ৭ ½%।

★ ৭ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট : সুদের হার ৭½% (বার্ষিক প্রদেয়)

★ ১৫ বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড : বার্ষিক জমার পরিমাণ ১০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত : চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ ৫% করমুক্ত বীমার প্রিমিয়ামের মত আয়করের উপর ছাড় পাওয়া যায়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :—

স্বল্প সঞ্চয় অধিকার, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা-১
কিংবা
আঞ্চলিক অধিকর্ত্তা, জাতীয় সঞ্চয়, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা-১০
কিংবা
নিকটতম পোষ্ট অফিস।

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রেরিত)

বাস মালিকদের প্রতি আবেদন

বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও গত ১৫ই মার্চ্চ বে-সরকারী বাস মালিকরা একদিনের জন্য বাস চলাচল বন্ধ রেখেছিলেন। তাঁদের দাবি-দাওয়া পূরণ না হলে আগামী ২৬শে মার্চ্চ থেকে অনির্দ্দিষ্ট-কালের জন্য বে-সরকারী বাস ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত তাঁরা ঘোষণা করেছেন। তাঁদের ঐ সিদ্ধান্তে বিচলিত হয়ে পড়েছেন এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। কারণ পর্ষদ বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করেও নির্দ্দিষ্ট দিন অর্থাৎ ১২শে মার্চ্চ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু করেছেন। কাজেই মফঃস্বলের ছাত্রছাত্রীরা ২৬শে মার্চ্চ পরীক্ষা কেন্দ্র-গুলিতেই থাকবেন। ঐ তারিখ থেকে বাস ধর্মঘট হলে তাঁদের পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত অনিশ্চিত এবং অনিয়মিত হয়ে পড়বে। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তা ছাড়া ১লা এপ্রিল পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বাড়ী ফিরতেও তাঁদের অসুবিধা হবে। তাই মুর্শিদাবাদ জেলার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা তাঁদের পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বে সরকারী বাস মালিকদের ২৬শে মার্চ্চ থেকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বাস ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। জেলার ছাত্রছাত্রীরা আশা করেন, বাস মালিকরা তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে পরীক্ষা চলাকালীন বাস চলাচল অব্যাহত রেখে সহানুভূতির সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের সাথে সহযোগিতা করবেন।

পঞ্চম দোল উৎসব

হিলোড়া, ১৭ই মার্চ্চ—প্রতিবারের মত এবারও শ্যামসুন্দর ঠাকুরের পঞ্চম দোল উৎসব পালন করা হয়েছে মহাসমারোহে। সার্বজনীন রাজদোলের পাঁচদিন পর এই উৎসব পালিত হয় বলে এর নাম পঞ্চম দোল। দোল উৎসবের আগের দিন এখানে শ্যামসুন্দরের বাড়ীতে যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ভক্তের দল প্রণতি জানান তাঁর উদ্দেশ্যে। রাত্রে পূজা ও মন্ত্রপাঠের পর ময়দার তৈরী দু'টি মেষকে আগুনে পোড়ান হয় এবং তার চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় আবির। এই ঘটনার পেছনে একটি কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে—দোল উৎসবের আগের দিন এক অসুর মেষের রূপ পরিগ্রহ করে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করতে এলে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা তাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে এবং তার রক্ত সকলে গায়ে মাখে। এখন আবিরকেই ভক্তের দল রক্ত বলে মেখে থাকে। এই উৎসবে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সকলে মেতে থাকে এবং রঙ ও আবির বিনিময়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে প্রীতি ও শুভেচ্ছা। রাত্রে খিচুরি দিয়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করা হয়।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

সেবাদল প্রকল্প ইউনিট

অরঙ্গাবাদ, ১৮ই মার্চ্চ—গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে স্থানীয় দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে সেবাদল প্রকল্পের যে ইউনিটটি খোলা হয়েছে, সেই ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীশান্তিরঞ্জন পাণ্ডের নেতৃত্বে ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিরবিচ্ছিন্ন এবং একনিষ্ঠভাবে কল্যাণমূলক বহুমুখী কার্যসূচীর বাস্তব রূপায়ণ করে চলেছেন। জানুয়ারী মাস থেকে ব্যাপকভাবে টীকাদান অভিযান চালানো হয়েছে বসন্ত রোগ নির্মূলের উদ্দেশ্যে। তাছাড়াও জগতাই ইয়ুথ ক্লাবে প্রাপ্ত বয়স্কদের নৈশ বিদ্যালয়ে ৩০ জন বয়স্ক ব্যক্তি স্বাক্ষরতা লাভের আশায় ভর্ত্তি হয়েছেন। ইউনিটটি স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছে বলে খবর পাওয়া গেল।

বাস চালক প্রহৃত, ৫ জন ধৃত

সাগরদীঘি, ১০ই মার্চ্চ—বহরমপুর-ফরাক্কা রুটের একটি বাস গতকাল এখানকার সন্তোষপুর ষ্টপেজে না থামায় বাকবিতণ্ডার জের টেনে আজ কয়েকজন যুবক ঐ বাসের চালককে বাস থেকে বলপূর্ব্বক নামিয়ে প্রহার করে। পুলিশ এ ব্যাপারে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত সপ্তাহে রঘুনাথগঞ্জ—মুরারই রুটে আর একটি বাসের কণ্ডাক্টারকে মারধোরের অভিযোগে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশীসূত্রে এই সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায়

স্বনির্ভর কর্ম্মসংস্থান প্রকল্প

মুর্শিদাবাদ জেলায় স্বনির্ভর কর্ম্মসংস্থান প্রকল্পে টেলারিং, রেডিও নির্ম্মাণ ও রেডিও মেরামত, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্যচাষ, অটোরিক্সা চালনা, রেশম শিল্প, কৃষি সার্ভিস সেন্টার ও অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে জেলার ১৬৩৩ জন শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী উপযুক্ত ভাতাসহ শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

শিক্ষণ প্রাপ্তির পর এঁরা শিক্ষালব্ধ বিষয়ে কর্ম্ম ও ব্যবসা আরম্ভের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ১০ ভাগ সরকারের নিকট ও ৯০ ভাগ জাতীয়করণ ব্যাঙ্কগুলির নিকট থেকে ঋণ হিসাবে পেতে পারবেন।

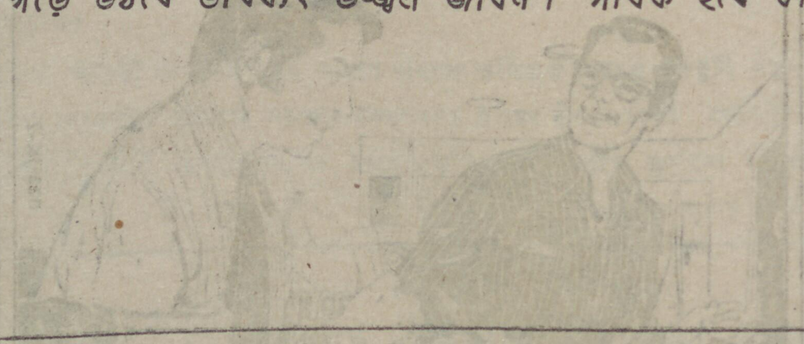

নিজ নিজ প্রচেষ্টায় এবং রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় আজকের বেকারদের গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল জীবন। সার্থক হবে স্বনির্ভর কর্ম্মসংস্থান প্রকল্প রূপায়ণ।

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রচারিত]

চালকের গুলিতে চালক আহত

ট্রাক থামাতে পুলিশের ১৩ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ

ধুলিয়ান, ১৬ই মার্চ্চ—গতকাল ধুলিয়ান ডাক-বাংলোর মোড়ে একজন ট্রাক চালক আর একজন ট্রাক চালককে গুলি করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তাকে থামাবার জন্য সামসেরগঞ্জ পুলিশকে ১৩ রাউণ্ড গুলি চালাতে হয়েছে বলে আজ পুলিশীসূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে যে, ডাক-বাংলো মোড়ে বিপরীতমুখী দুইটি ট্রাক চালকের মধ্যে সাইড দেওয়া নিয়ে বচসা শুরু হলে ডব্লিউ, এম, কে ৩৩০ ট্রাকের চালক জিৎ সিং রিভলভার থেকে গুলি চালালে ডব্লিউ, বি, কে ৭৩৫২ ট্রাকের চালক আহত হয়। খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ এবং সামসেরগঞ্জ পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। বেগতিক বুঝে জিৎ সিং গুলি চালাতে চালাতে ট্রাক নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে সামসেরগঞ্জ পুলিশ ট্রাকের চাকা লক্ষ্য করে ১৩ রাউণ্ড গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে ট্রাকের চাকা পাঙ্কচার হয়ে গেলে মঙ্গলজনের কাছে জিৎ সিং ট্রাকটি থামাতে বাধ্য হয়। পুলিশ তখন তাকে গ্রেপ্তার করে এবং তল্লাশী চালিয়ে ১৪টি কার্তুজ ও একটি দেশী রিভলভার আটক করে। পুলিশ আরও জানিয়েছে যে, আহত ট্রাক চালকের অবস্থা বর্ত্তমানে উন্নতির দিকে। জিৎ সিং মোট ৬ রাউণ্ড গুলি চালায়। তার বিরুদ্ধে ২৫-ক/২৭ অস্ত্র আইনে আজ একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

১ম পৃষ্ঠার পর [**অধ্যক্ষের পদত্যাগ**]

ব্যাপার এই যে, ১৪ই মার্চ্চ পদত্যাগপত্র পেশ করলেও ১৭ই মার্চ্চ সকালের দিকেও ডঃ ধরের এই পদত্যাগ সংক্রান্ত ব্যাপারটি অধ্যাপকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী, অ-শিক্ষক কর্মচারী প্রভৃতি কারুরই গোচরে আসেনি। ১৭ই মার্চ্চ বিকেলে যখন কলেজের পরিচালন-সমিতির আগামী ২৫শে মার্চ্চের অধিবেশনের আলোচনার বিষয়সূচী প্রস্তুত হচ্ছিলো তখন পদত্যাগপত্র সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়টি প্রধান করণিকের গোচরে আসে। অতঃপর রবি ও সোমবারের মধ্যে বিভিন্ন মহলে তা ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের প্রতিনিধি যখন গত ১৯শে মার্চ্চ এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে কলেজে যান, তখন অধ্যক্ষ ধর ছিলেন না। শোনা যায় তিনি এক দিনের জন্য অন্যত্র গিয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, আগামী ২৫শে মার্চ্চের কলেজ-পরিচালন-সমিতি'র বিশেষ সভায় ডঃ ধরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে। আর ২৬শে মার্চ্চ নতুন অধ্যক্ষ মনোনয়নের দিন। এ বিষয়ে নাকি ১৮ জন 'এম্প্যানেল' প্রার্থীর কাছে 'ইনটারভিউ লেটার' দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত ডঃ ধর তাঁর কাজ চালিয়ে যাবেন। ১৫ই এপ্রিল নব-মনোনীত অধ্যক্ষ তাঁর কার্যভার গ্রহণ করবেন। ডঃ ধর এর পর কোথায় কর্ম গ্রহণ করছেন তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে তিনি নাকি কারো কারো কাছে প্রকাশ করেছেন অধ্যক্ষের কাজ তিনি আর করবেন না।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

২৭শে মার্চ্চ ১৯৭৪ বহরমপুরে ডাঃ বিমল সিংহ মহাশয়ের (কাদাইপাড়া বহরমপুর) হলে জেলার কলেজ ছাত্র/ছাত্রী কর্ত্তৃক এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিতর্কের বিষয় "জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পে অধিকতর অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব।" প্রতিযোগীদের নাম, জেলা তথ্য দপ্তর, বহরমপুর অথবা ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসে ২৭শে মার্চ্চ সকাল ১২ টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত)

বুমেরাং

জঙ্গিপুর, ২০শে মার্চ্চ—গিরিয়া অঞ্চলের বিড়ি মুন্সীরা শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী দিতে গরিমসী করছে সংবাদ পেয়ে আই, এন, টি, ইউ, সি র কয়েকজন কর্মী গিরিয়া গিয়ে মুন্সীদের সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরী দেয়া-নেয়া নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতে মজুরী নিয়ে ছিনিমিনি না খেলার অনুরোধ জানিয়ে তাঁরা ওখান থেকে ফিরে এলে কয়েকজন মুন্সী গিরিয়া অঞ্চলের ডি, ভি, সি-র মেম্বার মহঃ বদিউজ্জামান (বদু মাষ্টার) এর প্ররোচনায় বিড়ি ইউনিয়নের জনৈক কর্মী নজরুল ইসলামকে পথিমধ্যে ঘেরাও করে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করে এবং তার সাইকেল কেড়ে নেয়। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে থানায় কেস করলে পরদিন মঃ বদিউজ্জামানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বিড়ি ফ্যাক্টরীর কাজ বন্ধ

অরঙ্গাবাদ, ১৯শে মার্চ্চ—গত কাল থেকে অরঙ্গাবাদের সমস্ত বিড়ি ফ্যাক্টরীর কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। মুন্সি ইউনিয়ন কর্ত্তৃক বিড়ি ছিলাই, ছাঁটাই, চেকিং ইত্যাদি করতে না দেয়ায় ফ্যাক্টরী কর্ত্তৃপক্ষ বিড়ি গুণতি নিতে অস্বীকার করেন ফলে ফ্যাক্টরীর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফ্যাক্টরী কর্ত্তৃপক্ষের বক্তব্য—বিড়ি ছাঁটাই, ছিলাই, চেকিং না হলে বিড়ির মান ঠিক থাকবে না। অনুন্নত মানের বিড়ি মার্কেটে গেলে ট্রেড মার্ক নষ্ট হবে ফলে অরঙ্গাবাদের বিড়ি শিল্প চিরতরে বিনষ্ট হবে। ইউনিয়ন কর্ত্তৃপক্ষ ও মালিক পক্ষে এখনও এ সম্পর্কে আলোচনা চলছে।

— —

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

জঙ্গিপুর, ২০শে মার্চ্চ—এবারে নির্দ্দিষ্ট ঘোষণা মত ১৯শে মার্চ্চেই উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। স্থানীয় জঙ্গিপুর বিদ্যালয় কেন্দ্রে খুব শান্তিপূর্ণ-ভাবেই পরীক্ষা চলছে। কিন্তু হলের ভেতর টুকাটুকি ও সাপ্লাই-এর ঢালাও কারবার। এ ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ নীরব—পুলিশ নিষ্ক্রিয়। শোনা যাচ্ছে, জঙ্গিপুর কলেজের যে বিল্ডিং এ স্থানীয় পরীক্ষার্থীদের সিট পড়েছে, তাতে স্পেশাল এলাহী ব্যবস্থা। মাভৈঃ টুকৈব কেবলম্।

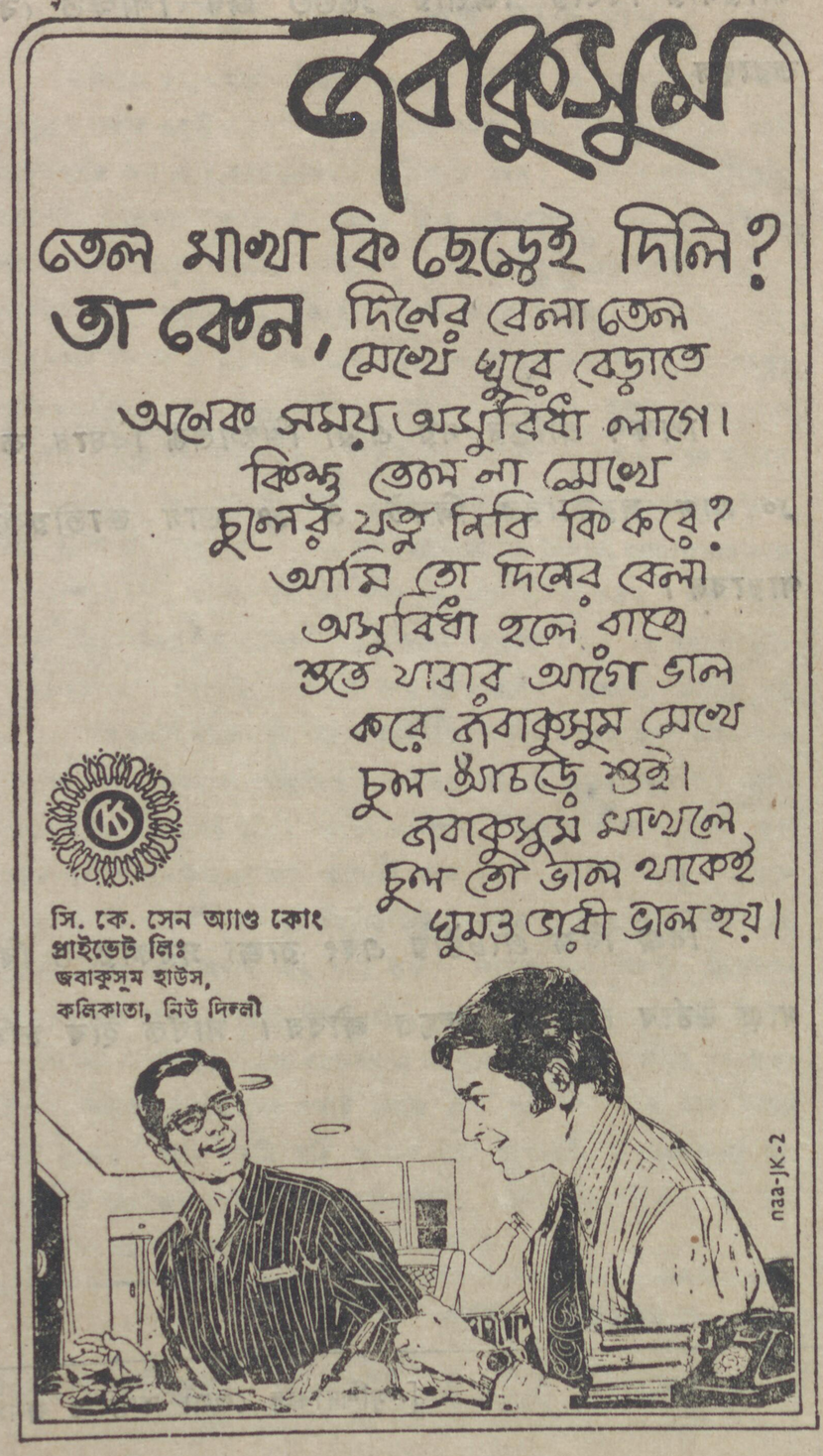

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।